মেহেরপুরে জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

এতে জাহিদ-রাশেদ প্যানেল সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৬ পদে জয় পেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী আমিরুল-কানাই প্যানেলে ৯ প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৮ মে) সকাল ৯ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত জেলা আইনজীবী সমিতি প্রাঙ্গণে একটানা ভোটগ্রহণ হয়। মোট ১৩১ ভোট থেকে কাস্ট হয়েছে ১২৬টি।

এরপর ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট রফিকুল ইসলাম।
ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, সভাপতি পদে আব্দুস সাত্তার জাহিদ ৭৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দী বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম পেয়েছেন ৪৭ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ রাশেদ হাসান। তার প্রাপ্ত ভোট ৭১। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাহাজুল ইসলাম কানাই পেয়েছেন ৫৪ ভোট।

নির্বাচনে আমিরুল-কানাই প্যানেলে সহ-সভাপতি মোজাম্মেল হক ৭৩ ভোট, রেজাউল হক ৬৩ ভোট পেয়ে সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক পদে নূর মোহাম্মদ ৮৪ ভোট, কে এম পিয়ারুল হাসান ৬০ ভোটে যুগ্ম সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে কামাল হোসেন ৭৬ ভোট, কোষাধ্যক্ষ পদে শরিফুল ইসলাম ৬৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

জাহিদ-রাশেদ প্যানেল থেকে দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ সোহেল রেজা ৫৭ ভোট, প্রচার সম্পাদক রুপ চাঁদ আলি ৫৯ ভোট এবং নির্বাহী সদস্য পদে রাব্বি ইসলাম ৮২ ভোট, ইমন আলি ৬৬ ভোট পেয়ে সদস্য নির্বাচিত হন।

নির্বাহী সদস্য পদে সম্রাট মিয়া ৭৫ ভোট,উজ্জ্বল হোসেন ৭৪ ভোট,

শামসুল আরেফিন ৫৮ ভোট পেয়ে সদস্য নির্বাচিত হন।

এসময় সহকারী নির্বাচন কমিশনার এ্যাডঃ নাগিব মাহফুজ জুয়েল, মুখলেসুর রহমান স্বপন, আল মামুন অনল, আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

ভোটগ্রহণে নিয়োজিত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবার নিকট কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

কোটচাঁদপুরে এএস আই তৌফিকের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে আসামি ছেড়ে দেয়ার অভিযোগ

কোটচাঁদপুর থানার সহউপপরিদর্শক (এএসআই) তৌফিকের বিরুদ্ধে মাদক সেবীদের ধরে টাকা নিয়ে ছেড়ে দেয়ার অভিযোগ থাকলেও ব্যবস্থা নেয়নি সংশ্লিষ্টরা। তবে ঘটনার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা নাই বলে দাবি করেছেন,ওই কর্মকর্তা। বিষয়টি জেনেছি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বললেন থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন।

জানা যায়,গেল ৭ এপ্রিল (শনিবার) সন্ধ্যা রাতে কোটচাঁদপুর সুইপার পাড়া থেকে গাঁজা কেনার সময় হাতে-নাতে ধরেন তিন জন মাদক সেবীকে। এরা হলেন,আরিফ হোসেন, রিপন হোসেন ও আলামিন হোসেন। তাদের বাড়ি মহেশপুরের আলমপুর গ্রামে। ওই তিন জনকে আটকের পর সারারাত তাদেরকে থানা হাজতে রাখেন ওই কর্মকর্তা।

পরের দিন রবিবার সকালে ছেড়ে দেন আলামিন ও রিপন হোসেনকে। আর আদালতে পাঠান আরিফ হোসেন কে। বিষয়টি নিয়ে ওই সময় বেশ কয়েকটি পত্রিকা ও অনলাইনে সংবাদ ও প্রকাশিত হয় তৌফিকের বিরুদ্ধে। এরপরও বহাল তবিয়তে রয়েছেন তিনি থানায়।

এরপর গেল মঙ্গলবার (১৪ মে) তারিখে দুপুর বেলা কোটচাঁদপুরের বলুহর সড়কের ময়লাপোতা নামকস্থান থেকে মাদক সেবী আতিয়ার রহমান ফকির ও আমির হোসেনকে আটক করেন থানার এএসআই তৌফিক হোসেন।

এরপর তাদের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে ছেড়ে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। এ ছাড়া তিনি কোটচাঁদপুর থানায় যোগদানের পর থেকে বেশ কিছু মটর সাইকেল আরোহী কাগজ পত্র পরিক্ষা নিরিক্ষার কথা বলে টাকা নেন। এরপর তাদের মটর সাইকেল ছেড়ে দেন বলে জানা গেছে।

তবে ওই সব ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পৃত্ততা নাই বলে দাবি করেছেন তিনি। এএসআই তৌফিক বলেন,আমি কোন মাদক সেবী আটক করি নাই। এ ছাড়া কারোর কাছ থেকে টাকা নেয়নি।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,ঘটনাটি শুনেছি। আমার জানামতে তৌফিক তাদের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্তের পর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২১, ইউপি সদস্যসহ আটক ৫

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে সামাজিক দ্বন্দ্বের জেরে সাবেক ও বর্তমান ইউপি সদস্যের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ২১ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত বর্তমান ইউপি সদস্য কুরবান (৪৮)সহ ৫ জনকে আটক করেছে হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশ।

আজ শনিবার (১৮মে) সকালে উপজেলার কাপাশাটিয়া ইউনিয়নের পোলভাতুড়িয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনায় আহতরা হলেন ওই এলাকার ইসরাইল হোসেনের ছেলে হাশেম কাজী (৩৫), হাশর কাজী (৩০), আব্দুলের ছেলে করিম (৫২), মক্কেলের ছেলে পানু (১৯), আনসার কাজীর ছেলে লতিফকাজী (৪২), আবু তালেবের ছেলে রাহুল (১৮), মৃত সিফাতের ছেলে আব্দুল গণি (৭০), সমশের কাজীর ছেলে

নজরুল কাজী (৪৮) মৃত সোহরাবের ছেলে মধু (৪৬), বাসারেতের ছেলে শহিদুল (৫৫), মৃত মজিবারের ছেলে বিল্লাল এবং মিন্টু, বজলু (৪০), রেশমা (৩৫), জগেশ (২৮), রায়হান(৪২)সহ অজ্ঞাত আরো ১২ জন।

আহতদের মধ্যে ৯ জনকে উদ্ধার করে হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে ইসরাইল কাজীর ছেলে হাসেম কাজীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বাকি ১১ জনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে বিল্লাল ও মিন্টুর অবস্থার অবনতি হলে তাদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, গত ১১মে উপজেলার পোলভাতুড়িয়া গ্রামের চেরাক আলী মন্ডলের ছেলে আজিবর রহমানের বাড়ির বৃষ্টির পানি প্রতিবেশী মশিউর কাজীর উঠান দিয়ে খালে বের করা নিয়ে কথা- কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে উভয়পক্ষের ৭ জন আহত হয়েছিল। এ ঘটনায় থানায় মামলাও হয়েছে। পরে স্থানীয় চেয়ারম্যান উভয়পক্ষের সম্মতিতে বিষয়টি মীমাংসা করে। এর জের ধরে আজ শনিবার সকালে সাবেক মেম্বারের সমর্থক হাশেম কাজী ও তার ভাইয়েরা বাড়ির পার্শ্ববর্তী মাঠ এলাকায় ধান গোছানোর কাজ করতে গেলে প্রতিপক্ষ বর্তমান ইউপি সদস্য কুরবান মেম্বরের দুই ভাই দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সাবেক মেম্বরের লোকজনের ওপর অতর্কিত হামলা করে। এসময় হাশেম কাজী ও হাসর কাজীকে দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। পরে ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।এতে উভয় পক্ষের ২১ জন্য আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাথানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পুলিশ ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। আহত মশিয়ারের সমর্থকরা এব্যাপারে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শরাফত দৌলা ঝন্টু কে ইন্ধনদাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেন ইউপি চেয়ারম্যান ইচ্ছা করেই এই দ্বন্দ্ব জিইয়ে রেখেছেন। তিনি ইচ্ছা করেই কুরবান মেম্বরের দিয়ে এগুলো করিয়ে থাকেন।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শরাফত দৌলা ঝন্টু বলেন, কয়েকদিন আগে বৃষ্টির পানি বের করাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা ঝামেলা হয়। ওই ঘটনা নিয়ে আজ সকালে তারা দু’পক্ষই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে অনেকে হতাহত হয়েছে। সবাইকে উদ্ধার করে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান বলেন, দু’পক্ষের সংঘর্ষে অনেকে আহত হয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ইউপি সদস্য কুরবান আলীসহ ৫ জনকে আটক করা হয়েছে এবং মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও তিনি জানান।

জীবননগরে অগ্নিসংযোগের মূল আসামীসহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থানাধীন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন কাঠপট্টিতে গতকাল ১৫ মে রাত একটার সময় আকস্মিক আগুন লাগে। আগুন লাগার সংবাদ পেয়ে জীবননগর ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে না পারলে পরবর্তীতে দর্শনা ফায়ার সার্ভিস ও মহেশপুর ফায়ার সার্ভিস ও জীবননগর থানা টহল পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় আনুমানিক ৩ ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ০৬ (ছয়)টি ছোট বড় কাঠের ফার্নিচারের দোকান পুড়ে যায়। উক্ত অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা। বর্ণিত ঘটনার বিষয়ে জীবননগর থানায় এসে বাদী মোঃ শহিদ(৪০), পিতা-মৃত ওসমান গণি,সাং-বাঁকা আশতলাপাড়া,থানা-জীবননগর, জেলা-চুয়াডাঙ্গার কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জীবননগর থানায় আজ বৃহস্পতিবার মামলা নং-০৮ ধারা-৪৩৬ পেনাল কোড রুজু করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা ঘটনার সাথে জড়িত প্রকৃত আসামী গ্রেফতারের জন্য কিছু কৌশল জীবননগর থানার অফিসারদের নির্দেশনা অবলম্বনের পরামর্শ দেন।জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ একরামুল হোসাইন, এসআই(নিঃ) দিপু মন্ডল সহ জীবননগর থানা পুলিশের চৌকস টিম ঘটনার পরপরই জীবননগর পৌরসভা বাজারস্থ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ পূর্বক ফুটেজ পর্যালোচনা করতঃ ঘটনার সাথে জড়িত আসামী গ্রেফতারের জন্য জীবননগর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

সিসি ফুটেজ পর্যালোচনা ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটার সময় জীবননগর থানাধীন শিয়ালমারী পশুহাট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ঘটনার সাথে জড়িত আসামী ১। সোনা মিয়া (২৫), পিতা-মোঃ রমজান আলী, সাং-একতারপুর, ২। মোঃ শামীম হোসেন (২৯) পিতা-মোঃ খেজমত আলী, সাং-বসতীপাড়া, উভয় থানা-জীবননগর, জেলা- চুয়াডাঙ্গাদ্বয়কে সনাক্ত পূর্বক গ্রেফতার করেন।আসামীদের ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা ঘটনার বিষয়ে জড়িত মর্মে স্বীকার করে। অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ব্যবহৃত ১নং আসামীর একটি হিরো-১০০ সিসির মোটরসাইকেল উদ্ধার পূর্বক জব্দ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় পেট্রোল পাম্প মালিকদের সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা

সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু এড়াতে চুয়াডাঙ্গায় নো হেলমেট নো ফুয়েল’নীতি কার্যকর করতে জেলার পেট্রোল পাম্প মালিকদের সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে আজ বিকাল তিনটার সময় জেলার পেট্রোল পাম্প মালিক এবং মালিক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যবৃন্দের সাথে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা।

মতবিনিময় সভায় সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে এবং সড়ক দূর্ঘটনা প্রতিরোধ মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীর হেলমেট ব্যবহার না করলে (No Helmet, No Fuel) কোনো পাম্প থেকে তেল না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সড়ক দুর্ঘটনায় “অনাকাঙ্খিত মৃত্যু” এড়াতে আদরের সন্তান ভাইয়ের

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে মোটর সাইকেল চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহার করতে অভিভাবকদের উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।পরিশেষে, তিনি জেলার সকল পেট্রোল পাম্প মালিকদের ‘নো হেলমেট, নো ফুয়েল’নীতি কার্যকর করতে ঐক্যবদ্ধ সহযোগীতা কামনা করেন।

উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, সকল অফিসার ইনচার্জগন,ডিআইও-১, ডিএসবি এবং বাংলাদেশ জ্বালানী তেল ও ট্রাংকলরী মালিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা শাখার সভাপতি হাবিল হোসেন জোয়ার্দ্দার (স্বত্বাধিকারী মেসার্স ইমরান ফিলিং স্টেশন) সেক্রেটারী এমএম তাছলিম আরিফ বাবু জোয়ার্দ্দার(স্বত্বাধিকারী চুয়াডাঙ্গা ফিলিং স্টেশন) সিনিয়র সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান শ্যামল (স্বত্বাধিকারী জীবননগর ফিলিং স্টেশন) সহ-সভাপতি জনাব হাসিবুর রহমান (স্বত্বাধিকারী সীমান্ত পেট্রোলিয়াম) সহ জেলার বিভিন্ন পাম্পের মালিক পক্ষগণ ও তাদের প্রতিনিধিগণ।

গাংনীতে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারে অভিযান, ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মিষ্টি তৈরী, সংরক্ষণ ও বিক্রির অভিযোগে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের সত্বাধিকারী রাশেদুল ইসলামকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় ৫০ কেজি পঁচা মিষ্টি ধ্বংস করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১৫ মে) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ। অভিযানে সহযোগিতা করেন গাংনী উপজেলা স্যানিটারি অফিসার মশী উর রহমান, মেহেরপুর জেলা কৃষি বিপনন কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক ও গাংনী থানা পুলিশের

একটি দল।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, দোকানের পণ্যের গায়ে উৎপাদন তারিখ, মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, দৃশ্যমান স্থানে পণ্যের মূল্য তালিকা লটকিয়ে প্রদর্শন না করা এবং অবৈধ প্রক্রিয়ায় দই, মিষ্টি তৈরি, সংরক্ষণ ও বিপননের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ২০০৯-এর ৩৭ ও ৩৯ ধারায় এক লাখ টাকা জরিমানা আরোপ এবং আদায় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারে একই অভিযোগে এর আগে জেলা ও গাংনী উপজেলা প্রশাসন এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের অভিযানে একাধিকবার জরিমানা আদায় করা হয়েছে। প্রতিবারই তাকে নিয়মনীতি ও পরিস্কার পরিছন্ন উপায়ে মিষ্টি ও দই তৈরী সংরক্ষণ ও বিপননের নির্দেশনা দিলেও নিয়মনীতি পালন করেন না তিনি।

মেহেরপুরে হেরোইন মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে একটি মাদক মামলায় মজনু হক ওরফে মজনু নামের এক হেরোইন ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায় আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

সাজাপ্রাপ্ত মজনু মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কামারখালী ভাইট পাড়ার হাবিবুল মন্ডল এর ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বিকেলে মেহেরপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় দেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিব) পুলিশের উপপরিদর্শক (এস আই) জালাল উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বামুন্দি এলাকা থেকে মজনুকে আটক করেন। ঐ সময় তার নিকট থেকে ৩০ গ্রাম হেরোইন

উদ্ধার করা হয়।

ঐ ঘটনায় ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯ এর (১) ধারার টেবিলের (খ) ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলার নং ১। গাংনী থানা। জিআর মামলা নং ৩৪৫/২০১৬। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলায় মোট ১২ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এতে আসামি মজনু সন্দেহাতীতভাবে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক এবং আসামি পক্ষে অ্যাডভোকেট রাকিবুল ইসলাম রুবেল কৌশলী ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের অপরাধ পর্যালোচনা সভায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ডিউটি সুষ্ঠুভাবে পালন ও ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৯ (উনত্রিশ) জন চৌকস পুলিশ সদস্যকে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ সুপারের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে আজ মঙ্গলবার সকাল এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমানের সভাপতিত্বে মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সদ্য সমাপ্ত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য বিশেষ কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ক্রাইম এন্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ, সহকারি পুলিশ সুপার(দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, পুলিশ পরিদর্শক মোঃ

সাইফুল ইসলাম, এসআই মোঃ ফারুক হোসেন, উভয় ডিএসবি এসআই পলাশ পারভেজ, তিতুদহ পুলিশ ক্যাম্প, এএসআই ফিরোজ হোসেন, জীবননগর থানা, কনস্টেবল ইমন খান, মোঃ মিঠুন হাসান, সেলিম হাসান, রাসেল রানা, সর্ব ডিএসবি এবং কনস্টেবল নাঈম হাসান, পুলিশ অফিস, চুয়াডাঙ্গাসহ মোট ১১(এগারো) জন চৌকস পুলিশ সদস্যকে পুলিশ সুপার ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করায় এবং দাপ্তরিক কার্যবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় মার্চ-এপ্রিল মাসে ভালকাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ চুয়াডাঙ্গা সদর থানা সেকেন্দার আলী,শ্রেষ্ঠ এসআই(থানা পর্যায়ে) এসএম রায়হান, জীবননগর থানা এবং মোঃ মেফাউল হাসান; শ্রেষ্ঠ এএসআই থানা পর্যায়ে মোঃ শাহীন সরদার, দর্শনা থানা এবং মোঃ রওশন আলী, আলমডাঙ্গা থানা; শ্রেষ্ঠ এসআই(ফাঁড়ী/ক্যাম্প পর্যায়ে)/মোঃ হারুন অর রশিদ এবং মোঃ তারিফুজ্জামান; শ্রেষ্ঠ এএসআই (ফাঁড়ী/ক্যাম্প পর্যায়ে)/মোঃ সাব্বির হোসেন, পাইকপাড়া পুলিশ ক্যাম্প, আলমডাঙ্গা থানা এবং মোঃ সাইদুর রহমান, কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্প; সর্বোচ্চ সাজা ওয়ারেন্ট নিস্পত্তি এএসআই/ মোঃ জহিরুল ইসলাম, জীবননগর থানা; শ্রেষ্ঠ সার্জেন্ট/মোঃ নবাব আলী এবং টিএসআই/ মোঃ মোমিনুর রহমান, সদর ট্রাফিক; বিশেষ পারফরম্যান্স (হারানো মোবাইল ও বিকাশের টাকা উদ্ধার) এসআই/ মোঃ সাজ্জাদ হোসেন এবং এএসআই/ মোঃ রজিবুল হক, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল; বিশেষ পুরস্কারঃ এসআই/মুহিদ হাসান, ডিবি; মোঃ রইচ উদ্দিন শরিফ,ডিএসবি; এএসআই/মোঃ রুবেল ইসলাম, বিভাগীয় ভান্ডার, পরিছন্নতাকর্মী/ শ্রী আকাশ বাঁশফোড়, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গাসহ সর্বমোট ২৯(উনত্রিশ) জন চৌকস পুলিশ সদস্যকে পুলিশ সুপার ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।

উক্ত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় অপরাধ পরিসংখ্যান পর্যালোচনা, মামলা নিষ্পত্তি, নিয়মিত মামলায় আসামি গ্রেফতার, ওয়ারেন্ট তামিল, রাত্রিকালীন ডিউটি, হোন্ডা মোবাইল, জাল টাকা/অজ্ঞানপার্টি/মলমপার্টি চক্র গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র-গুলি, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান পণ্য উদ্ধার, ভাড়াটিয়া তথ্যফরম পূরণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা/গুজব রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আগামী ২১ মে চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা থানায় উপজেলা নির্বাচন উপলক্ষে পুলিশী টহল বৃদ্ধিসহ অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন

পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা হয়। পরিশেষে, পুলিশ সুপার সকল অফিসার ও ফোর্সের উপর অর্পিত দায়িত্ব পেশাদারিত্বের সাথে যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান।

নাশকতা মামলায় চুয়াডাঙ্গা বিএনপির ১৩ নেতাকর্মী কারাগারে

নাশকতা মামলার আসামী চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ১৩ নেতাকর্মীর জামিনের আবেদন নাকোচ করেছে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মো: তৌহিদুল ইসলাম এই জামিনের আবেদন না কোচ করে জেলা করাগারে আটক রাখার আদেশ দেন।

জামিন না পাওয়া নেতাকর্মীরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মোকাররম হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, সহসাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান বাচ্চ, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুবদল নেতা আব্দুর রাজ্জাক, বিএনপি কর্মী হাতেম ও রফিক।

আদালত সূত্রে জানাযায়, দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নং ১ তারিখ ২/১১/২৩ ও জিআর ১৪২/২০২৩ নাশকতা মামলার আসামী ছিলেন বিএনপির এসব নেতাকর্মী। এর আগে বিএনপির এসকল নেতাকর্মী উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্ত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে রবিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি, আদালত সহায়তা, মানব পাচার প্রতিরোধ, সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ, চোরাচালান নিরোধ, অনিস্পন্ন চোরাচালান মামলাসমূহ সম্পর্কে মনিটরিং সেলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার প্রারম্ভে গত ০৮ মার্চ ২৪ তারিখ দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলায় অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন, মাদক উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য জেলা প্রশাসক ধন্যবাদ জানান।

উক্ত সভায় আদালত সহায়তা, মানব পাচার প্রতিরোধ, সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ, চোরাচালান নিরোধ, অনিস্পন্ন চোরাচালান মামলাসমূহ সম্পর্কে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত দখলমুক্ত, দ্রব্যমূল্য সহনশীল, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উক্ত সভায় আরোও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম সেবা, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা ও আইসিটি) কবীর হোসেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিম উদ্দীন আল আজাদ, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান সহ চুয়াডাঙ্গা সদর আলমডাঙ্গা দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলার নির্বাহী অফিসার বৃন্দ ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ।